স্মৃতিগ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা

❑ শ্রীমতী চম্পা সূত্রধর
শিক্ষয়িত্রী, কামাখ্যা বিদ্যালয়

প্রবাহমান জলধারা যেমন বয়ে যায়, তদ্রূপ সময়ও বয়ে যায় কারও অপেক্ষা না করে। এই সময়ের স্রোতে আমাদের জীবনও বয়ে যায় এবং রেখে যায় হৃদয়ের গভীরে কিছু স্মৃতি। কোনো অবসরে যখন এই স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দেখা হয়, তখন কোনো স্মৃতি বেদনা দায়ক আবার কোনোও স্মৃতি আনন্দদায়ক রূপে ধরা দেয়। এই কামাখ্যা বিদ্যালয়ে বিগত আঠার বছরের স্মৃতি আমার জীবনে অতিমধুর। মধুর এই দিন, মাস, বছরগুলো যে বড্ড তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল। তাই হয়তো লোকে বলে, 'সুখের দিন তাড়াতাড়ি যায়'।

দিনটা যেন এখনও চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে, মনে হচ্ছে এইতো সেদিন কামাখ্যা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হয়ে এলাম। হয়ে গেল দীর্ঘ আঠারো বছর। সদ্য স্নাতকা আমি, ছাত্র-ছাত্রীদের চম্পা দিদিমনি। ছোট বোন যে ভাবে প্রথম দিন কোথাও যেতে বড় ভাইএর হাত ধরে যায়, ঠিক সেভাবে পরিমল দত্ত স্যারের সঙ্গে এসে প্রথম দিন আমি কামাখ্যা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হয়ে যোগ দিলাম। কামাখ্যা বিদ্যালয়ের সব স্যার দিদিমনির ছোটো আদরের বোন। করিমগঞ্জ জেলা থেকে গুয়াহাটীতে বদলি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ হতেই আমার স্বামী ও আমি স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের খবর নিলাম এবং তখন কামাখ্যা বিদ্যালয়ের সুনামের কথা শুনে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার আকাঙ্খা এবং লোভ হল। বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অনিল কুমার সোম মহাশয়ের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলায় উনি উৎসাহ দেখালেন এবং নানা রকম ভাবে আমায় সাহায্যও করলেন। কামাখ্যা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হতে পেরে আমি ধন্য হলাম।

তারপর সুদীর্ঘ এই বছর গুলো নানা কাজের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল। এই দীর্ঘ সময়ে যে ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করেছি, সেভাবে আমি বিদ্যালয়ের বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকেও অনেক কিছু শিখেছি। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কর্মযোগী শ্রদ্ধেয় অনিল কুমার সোম স্যারের কর্মপ্রিয়তা এবং কর্মদক্ষতা দেশের রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত। তাঁর এই কর্মপ্রেম আমাদের সকলের কাছেই আদর্শ স্বরূপ। প্রাক্তন শিক্ষিকা বন্দিতা দিদিমনি, শান্তি দিদিমনি, লিলি দিদিমনি, সুপ্রিয়া সাহা দিদিমনি, এবং আরও অন্যান্য স্যার দিদিমনি রা তাঁদের অবসরের আগের দিন পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের জন্য যে ভাবে নিরলস কাজ করে গেছেন তা সকলের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁদের থেকে আমি শিখেছি যে কীভাবে পরিবার ও সংসারের কাজ করেও কর্মক্ষেত্রে নিজেকে উজার করে দেওয়া যায়। শিক্ষকদের বসার ঘরটি (Teacher's Common room) হ'ল এক জ্ঞানের খনি। এখানে অবসর সময়ে বসলে শিক্ষকদের বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শোন যেত। এক এক দিন এক এক বিষয় নিয়ে আলোচনা। এই বিষয়

গুলো বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলধূলা এমনকি সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীও এর অন্তভুক্ত ছিল। এই আলোচনা থেকে অনেক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করেছি। পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষকতা এবং নিজের ছেলেদের বড় করতে গিয়ে এই জ্ঞান আমার কাজে এসেছে। সেই আলোচনায় ফুটে উঠত আমাদের প্রাক্তন শিক্ষক মানবেন্দ্র স্যারের জ্ঞানের গভীরতা, গোস্বামী স্যারের বাক্‌পটুতা এবং সংস্কৃত থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা, অর্থনীতি এবং অফিসের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাবুল স্যারের অভিজ্ঞতা এবং আরও অনেক অনেক কিছু। এই মধুর স্মৃতি মাখানো দিনগুলো কখনও ভুলতে পারি না। এখনও আমরা কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা একসঙ্গে বসলে, ঐ দিন গুলোর স্মৃতি রোমন্থন করি।

শিলচর থেকে গুয়াহাটীতে আসার পর আমার চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়ে ছিল ভাষা। শিক্ষকদের বসার ঘর থেকে সেই সমস্যার ও সমাধান হয়েছে। অসমীয়া ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে কোন ভুল বা সমস্যা হলেই বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষিকা যেমন জ্যোৎস্না বাইদেউ, রেনুকা বাইদেউ এবং আরও অনেকে খুব যত্ন সহকারে আমাকে তা শুধরে দিতেন।

আমার পরেও কামাখ্যা বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক শিক্ষিকারা যোগ দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে গড়ে উঠেছে ভাইবোনের সম্পর্ক। এযেন এক বিশাল পরিবার এখানে যেন আমরা সহকর্মী নই, প্রত্যেকে প্রত্যেকের দাদা দিদি ভাই বোন।

যাই হোক শিক্ষিকাদের থেকে এখন আসি ছাত্র-ছাত্রীদের কথায়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলও অতি গৌরবময়। শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফল শুধুমাত্র আমার দেখাবছর গুলোই নয়, বিগত অনেক বছর ধরেই বিদ্যালয়ের ফলাফল অতি উজ্জ্বল। যেদিন H.S.L.C. পরীক্ষার ফল ঘোষিত হয় সেদিন গর্বে আমাদের সকলের মাথা উঁচু হয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে যখন চলি পরিচিত যাকে পাই তাকেই আমি আমাদের বিদ্যালয়ের ফলাফল বলতে থাকি। মাধ্যমিকের ফলাফল বের হওয়ার অনেক আগে থেকেই চাতকের মত অপেক্ষা করে থাকি যে আমার বিদ্যালয়ের ফলাফল এবার আমায় কতটা আনন্দ দেবে। শিক্ষান্ত পরীক্ষা ছাড়াও খেলাধূলা, সংগীত, অংকন, ক্যুইজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক খ্যাতি অর্জন করে থাকে। বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়ে যাবার পরও মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, বাণিজ্য প্রায় সব শাখাতেই আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং উন্নতির শিখরে পৌঁচেছে। অনেককেই বলতে শোনাযায় যে, কামাখ্যা বিদ্যালয়, পাণ্ডু মালিগাঁও অঞ্চলের একটি উন্নত মাতৃভাষার বিদ্যালয়। আমার মতে শুধু পাণ্ডু মালিগাঁও নয়, সমস্ত আসামের মাতৃভাষার সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে কামাখ্যা বিদ্যালয় একটি। আমরা কৃতজ্ঞ সেই ব্যক্তিদের প্রতি যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিদ্যালয় বর্তমান রূপ পেয়েছে। ধন্য সেই শিক্ষক শিক্ষিকারাও যাঁরা বিগত পাঁচ দশক ধরে এত স্নেহমমতা,

ভালবাসা এবং জীবনের মূল্যবোধের আদর্শদিয়ে তৈরী করে গেছেন এক একটি ছেলেমেয়েকে এবং দেশমাতৃকাকে দিয়েছেন এক একজন সুনাগরিক। তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা।

বিদ্যালয়ের এত গৌরব মণ্ডিত ইতিহাস, বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী এবং আমার বড়ছোটো সকল সহকর্মীদের থেকে নানা প্রকার সহযোগিতা আমাকে যথেষ্ট কর্মোদ্যোগী করে তোলে। ইচ্ছা হয় আমার যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বিদ্যালয়কে যেন আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারি। বিগত দিনের মত আগামী দিনেও আমাদের বিদ্যালয়ের ফলাফল গৌরবময় হোক, ছাত্র-ছাত্রীরা যেন বিগত দিনের মতই বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের পারদর্শিতা দেখিয়ে বিদ্যালয়ে সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারে, আমাদের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীরা যেন এ রকম একই পরিবারের সদস্যের মত কামাখ্যা বিদ্যালয়ের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য বজায় রাখতে এবং বিদ্যালয়কে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আত্মনিয়োগ করার শক্তি অর্জন করতে পারে, জগদীশ্বরের নিকট এই আমার একান্ত প্রার্থনা।